উৎপলকুমার বসুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির তালিকা ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ পর্যন্ত উৎপলকুমারের ছটি কবিতাগ্রন্থ এবং দুটি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা গ্রন্থগুলির নাম হল : চৈত্রে রচিত কবিতা, পুরী সিরিজ, আবার পুরী সিরিজ, লোচনদাস কারিগর, খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা। এদের মধ্যে 'আবার পুরী সিরিজ' গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে 'পুরী সিরিজ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। অন্য গ্রন্থগুলির কোনো নতুন সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়নি। গদ্যগ্রন্থ দুটির নাম হল : নরখাদক এবং ধূসর আতাগাছ। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

চৈত্রে রচিত কবিতা

'চৈত্রে রচিত কবিতা' হল উৎপলকুমারের প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ। এই বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নিচে পুনর্মুদ্রিত হল যা থেকে বহু তথ্য জানা যাবে।

'প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৬৮

প্রকাশক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী ২২ শ্যামপুকুর স্ট্রীট। কলকাতা-৪। প্রচ্ছদপট : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। মুদ্রাকর : নন্দদুলাল চক্রবর্তী। শ্রী তারা প্রেস। ৩৯/৪, রামতনু বোস লেন, কলকাতা-৬

রচনাকাল
১৩৬৩-১৩৬৮

কবিতাগুলি কালানুক্রমে সাজানো নয়। অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় হয়েছিল। এই গ্রন্থে তাদের কিছু পরিবর্তিত রূপ দেখা যাবে। কয়েকটি নতুন এবং অপ্রকাশিত কবিতা আছে।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত : সমালোচনা এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের যে কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে লেখকের অথবা প্রকাশনীর সম্মতি প্রয়োজন।

দাম : দু' টাকা'

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পুস্তকপরিচয় বিভাগে বলা হয়েছে যে 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র রচনাকাল : ১৯৫২-১৯৬১।
এই বইয়ের ছয়-এর পাতায় মুদ্রণপ্রমাদ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি আছে। বিজ্ঞপ্তিটি নিচে দেওয়া হল।

'মুদ্রণ প্রমাদ

পৃষ্ঠা ৪৫ : চতুর্থ লাইনের পাঠ এইরূপ
কখনও নেমেছ ঢেউ-এ, নীলিমায়, স্নানে
পৃষ্ঠা ৪৮ : নবম লাইনের পাঠ এইরূপ
অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি
পৃষ্ঠা ৪৯ : দ্বাদশ লাইনের পাঠ এইরূপ
একদিন মূঢ় অন্ধ পাতাল তিমিরে তুমি পেতে রেখো কান
আরও দু'একটি ভ্রম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।
সেগুলির সংস্কারবিধি স্বভাবতই পাঠকের মনে পড়বে।'

যে তিনটি কবিতার মুদ্রণপ্রমাদের কথা বলা হল, সেই তিনটি কবিতার নাম যথাক্রমে 'দুঃসময়', 'কেবল পাতার শব্দে' এবং 'আবাস'।

'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬।

'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের 'কেবল পাতার শব্দে' কবিতাটি 'আবার পুরী সিরিজ'-এর উৎসর্গপত্রে ব্যবহার করা হয়েছে 'পরবর্তী নতুন কবিকে' উদ্দেশ্য করে। এই সময়ে কবিতাটিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়। নিচে কবিতাটির দুটি পাঠই সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করা হল।

কেবল পাতার শব্দে

কেবল পাতার শব্দে আমি আজ জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন
তার পিছে কোটি কোটি উদ্বেল কাচের শিখরে
উঠেছে গীর্জার সারি-ধ্বনিরোল-মাতৃকা মেরীর মতন।

আজ আছি চিরন্তন রৌদ্র ও হিম সকালের
আবরণ উদ্ভাবনে— যে প্রহর বাজে না চকিতে
কেবলই বুকের তলে ক্ষয়ে যায় অজ্ঞান অলক্ষ্য যাত্রায়
পুরনো পাতার শব্দে, ঝরে পড়া— অঘ্রানে, শীতে।

অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি— খামারের লোহার শিকল
অব্যবহৃত তাই খোলে না বা খুলিনি কি ভুলে
অথবা শিশির তাকে এত গ্রাস করে— দৃষ্টির অতল

সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন—
ভয়ে, দুঃখে, অকস্মাৎ কোনো শব্দে, দুয়ার না খুলে
শুনেছ সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতন।

('চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকে)

উৎসর্গ

[পরবর্তী নতুন কবিকে]

কেবল পাতার শব্দে আমি কাল জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত প্রশ্ন, এ-কথন
কারও পিছে কোটি কোটি চিহ্ন-তীর শষ্যের শিখরে
উঠেছে চাষের গান, স্বপ্নে দেখা মায়ের মতন।

আজ বসে আছি ভোরবেলা রৌদ্র ও হিম সকালের
আবরণ উদ্‌ঘাটনে। এ-প্রহর বাজে না চাঁকতে
কেবলই বুকের তলে ক্ষয়ে যায় অজ্ঞান অলক্ষ্য যাত্রায়
হলুদ পাতার ঝড়ে নেমে আসা বাৎসরিক শীতে।

অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি। খামারের লোহার শিকল
অব্যবহৃত তাই খোলে না বা খুলিনি কি ভুলে
অথবা শিশির তাকে এতদূর গ্রাস করে— দৃষ্টির অতল

সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন
ভয়ে দুঃখে, মায়ের হাসির শব্দে। দুয়ার না খুলে
শুনেছ সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতন

('আবার পুরী সিরিজ' থেকে)

'চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকে ১৮টি কবিতা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় গৃহীত হয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় 'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের কবিতার নামগুলিকে বর্জন করে কবিতাগুলিকে শুধুমাত্র সংখ্যায়িত করে মুদ্রিত করা হয়েছে। নিচের তালিকায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় দেওয়া সংখ্যা এবং 'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের কবিতার নাম দেওয়া হল :

শ্রেষ্ঠ কবিতায় দেওয়া সংখ্যা	**'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থে কবিতাটির নাম**
১	আশ্বিন, ১৩৬৫
২	চতুর্দশী
৩	'গুপ্তচর' কবিতার প্রথম অংশ
৪	কবির উত্থান
৫	'নবধারা জলে' কবিতার চতুর্থ অংশ
৬	ক্ষয়
৭	পরিলিখন
৮	'নবধারা জলে' কবিতার প্রথম অংশ
৯	'স্তম্ভের গান' কবিতার পঞ্চম অংশ
১০	'স্তম্ভের গান' কবিতার দ্বিতীয় অংশ
১১	'স্তম্ভের গান' কবিতার তৃতীয় অংশ
১২	ভোর সাড়ে ছটা
১৩	'আবিষ্কার' কবিতার পঞ্চম অংশ
১৪	'দুঃসময়' কবিতার প্রথম অংশ
১৫	'দুঃসময়' কবিতার তৃতীয় অংশ
১৬	সেবাস্টিয়ান বাখ্
১৭	ময়ূর

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় গৃহীত 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র বাকি কবিতাটি হল উৎসর্গপত্রে মুদ্রিত কবিতাটি : দয়িতা, তোমার প্রেম আমাদের সাক্ষ্য মানে নাকি ?

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় গ্রহণ করার সময় 'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে বিরাম-চিহ্নের বানানের এবং একটি ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের পরিবর্তন করা হয়েছে ; অন্য কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে 'কেবল পাতার শব্দে' কবিতাটিতে পরিবর্তনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, গৌতম সেনগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'জনপদ' পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনে (বৈশাখ, ১৩৯২) 'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।)

পুরী সিরিজ

'পুরী সিরিজ' উৎপলকুমারের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে দেওয়া হল :

আখ্যাপত্র

'পুরী সিরিজ / উৎপলকুমার বসু / সন্ধ্যাভাষা প্রেস'

আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা

'কপিরাইট ১৯৬৪
উৎপলকুমার বসু
তেইশ রয়েড স্ট্রীট্। কলকাতা ষোলো
৪৪-৪৫০৭

উনিশশো বাষট্টি থেকে চৌষট্টি— এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যে যে কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল কেবল সেগুলি বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। অবশ্য, বহু কবিতাই স্থানাভাববশত বর্জিত হয়েছে। পাঠক যদি তাঁর এক বা একাধিক প্রিয় কবিতাকে এখানে খুঁজে না-পান, আমি নিরুপায়। উপস্থিত এই কবিতাগুলিতেই প্রীত হোন।

প্রথম সংস্করণ

সেপ্টেম্বর। উনিশশো চৌষট্টি

প্রকাশক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যাভাষা প্রেস ২৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট। কলকাতা-৬। মুদ্রাকর : সুনীল কুন্দগামী। গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট। কলকাতা-১৬।

কভারে কবির নিজ হস্তলিপি ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সমালোচনা এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের যে কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে লেখকের অথবা প্রকাশকের সম্মতির প্রয়োজন।
দাম দেড় টাকা'

'পুরী সিরিজ' গ্রন্থের সমস্ত কবিতা 'আবার পুরী সিরিজ'-এ গৃহীত হয়েছে। 'পুরী সিরিজ'-এ যে-কটি কবিতা আছে তাদের নাম হল: পুরী সিরিজ, প্রকৃতির ছবি (১৯৬৩), স্মৃতি, আরো প্রকৃতির ছবি ; বিদায়, বিষণ্ণ সন্ধ্যা ; আকাশ যান, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম, শাদা ঘোড়া, ফেরীঘাট, আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি, তোমার সিন্দুর বাড়ি, কুসংস্কার সম্পর্কে কবিতা, বোনের সঙ্গে তাজমহলে, বিশাল বাস্তবিক নক্ষত্রপদ্ধতি, উনিশশো বাষট্টি শেষ হ'ল, এই সংগ্রহের শেষ কবিতা।

'পুরী সিরিজ'-এর উৎসর্গপত্রে মুদ্রিত কবিতা 'হস্তচালিত প্রাণ তাঁত…' 'আবার পুরী সিরিজ গ্রন্থে 'ভূমিকা' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে। 'পুরী সিরিজ'-এর পাঁচ পাতায় নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে: 'By the rivers of Babylon, there we sat down, Yea, we wept, when we remembered Zion. Psalm—137'

'পুরী সিরিজ' গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৮।

'পুরী সিরিজ'-এর চতুর্থ মলাটে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে। বিজ্ঞপ্তিটি হল:

'বছর দু এক আগে পুরী সিরিজ লেখা হয়েছিল। তারই সম্পূরক আরো কিছু কবিতা একত্র ক'রে ঐ নামেই একটি বই প্রকাশিত হ'ল। এতে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোড্রোম, সূঁচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যাবাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপাশনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকদের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমানবিক চুল্লী খুলে দেখানো হল এই গ্রন্থে।'

'পুরী সিরিজ' ও 'আবার পুরী সিরিজ' এর পাঠভেদ সংক্রান্ত তথ্য একটু নিচে দেওয়া হয়েছে।

আবার পুরী সিরিজ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'আবার পুরী সিরিজ' 'পুরী সিরিজ'-এর পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত একটি নতুন সংস্করণ। নিচে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা পুনর্মুদ্রিত হল:

'প্রথম সংস্করণ/আষাঢ় ১৩৮৫ : আগস্ট ১৯৭৮/গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সমালোচনা এবং অনুরূপ/উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের যে-কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'লে কবির লিখিত সম্মতির প্রয়োজন। প্রকাশক: ব্রজকিশোর মণ্ডল। বিশ্ববাণী প্রকাশনী/৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯ /

মুদ্রক : অনাদিনাথ কুমার/উমাশঙ্কর প্রেস/১২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট। কলকাতা-৬/ দাম : আট টাকা।' প্রচ্ছদপট শিল্পীর উল্লেখ করা হয়নি।

'আবার পুরী সিরিজ' এর চতুর্থ মলাটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি আছে :

'উনিশ'শ চৌষট্টি সালে 'পুরী সিরিজ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ হয়। বর্তমান সংগ্রহটি তারই পরিমার্জিত চতুর্গুণ বিস্তার। প্রতিটি কবিতাই সমসাময়িক— অর্থাৎ অনুমান উনিশ'শ বাষট্টি থেকে চৌষট্টি সালের মধ্যে লেখা। এ'তে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোড্রোম, সূঁচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যা-বাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপাশনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমানবিক চুল্লী খুলে দেখানো হ'ল এই গ্রন্থে।'

'পুরী সিরিজ' এবং 'আবার পুরী সিরিজ' গ্রন্থ দুটির পাঠভেদ সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিচের উল্লেখপঞ্জীতে দেওয়া হল। এই দুটি সংক্ষিপ্তক উল্লেখ-পঞ্জীতে ব্যবহার করা হয়েছে :

পু. সি.=পুরী সিরিজ এবং আ. পু. সি.=আবার পুরী সিরিজ।

উল্লেখপঞ্জী

● 'প্রকৃতির ছবি' কবিতার পু. সি.-এর 'বন থেকে বনে বনে টানা বিদ্যুতের তারগুলি মেলে দেওয়া হ'ল' অংশটি আ. পু. সি.-এ বর্জন করা হয়েছে।

● 'স্মৃতি' কবিতাটি পু.,সি.-এ সংখ্যায়িত নয় ; কবিতার দুটি অংশকে '●' এই চিহ্নের দ্বারা আলাদা করা হয়েছে এবং 'হ্যাঁ, তোমার কবিতাগুলি/পড়েছিলাম'কে প্রথমে ছাপা হয়েছে।

● 'বিদায়, বিষণ্নসন্ধ্যা' কবিতায় ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তি : ... জানি এ আঘাত (পু. সি.), ...জানি ও আঘাত (আ. পু. সি.)।

● 'আকাশযান' কবিতায় ২ ও ৩ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত দুটি অংশ যা আ. পু. সি.-এ আছে তা পু. সি.-এ নেই।

● 'শাদা ঘোড়া'—এই কবিতাটির পু. সি. ও আ. পু. সি.-এর দুটি পাঠের মধ্যে পঙ্‌ক্তিবিন্যাস জনিত পার্থক্য আছে।

● 'ফেরিঘাট' কবিতায় সপ্তম লাইন : আমাকে দাও-নিশেষ জল সিঞ্চনের মতো জননী প্রতিভা (পু. সি.)। আমাকে দাওনি ক্ষেতে জলসিঞ্চনের মতো জননী প্রতিভা (আ. পু. সি.)।

এই কবিতার আ. পু. সি.-এর ৩১ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'নক্ষত্রতন্তু' শব্দটি পু. সি.-এ রয়েছে 'নাক্ষত্রতন্তু' হিসেবে।

এই কবিতার আ. পু. সি.-এর ৩২-তম লাইন আ. পু. সি.-এ 'উচ্চাকিত ছোরা', কিন্তু পু. সি.-এ 'উচ্চাকিত থালা'

'ফেরিঘাট' কবিতার পু. সি. গ্রন্থের নিম্নলিখিত স্তবকটি আ. পু. সি-এ বর্জন করা হয়েছে :

স্বাধীনতা ! অকস্মাৎ তোমাকেও মনে হয় নির্নিমেষ করুণ অঙ্গারে
সভ্যতার নাভির ভিতরে—
ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আছো, ক্রেমলিনে, যুক্তরাষ্ট্রে,
হয়তো বা বৈকুণ্ঠের যৌন মখমলে ;
হিন্দুর জিজ্ঞাসা নয়। শুধু কিছু ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের
কেবলই মঙ্গল করো। তুমি আপেক্ষিক
অন্য সকলের প্রতি— যেহেতু বিভেদ
'আন্তর্জাতিক' বলে উদ্যত মুষল—যেহেতু মানুষ
রেডিওর মতো এক অর্বাচিন বক্তার সম্মানে
পরিবারসহ শ্রোতা। যেহেতু কাগজে
নিত্যই সম্পাদক ছাপার কলের সঙ্গে কিভাবে সঙ্গম করে
তারই বিবরণ ধুরন্ধর লিখেছে বিশদ

এই কবিতার ৩২ পৃষ্ঠার ১৭ লাইন :

আমাকেও ভারতবাসীর মতো [আ. পু. সি.]
আমাকেও খদ্যোৎবিন্দুর মতো [পু. সি.]

● 'বিশাল বাস্তবিক নক্ষত্রপদ্ধতি' কবিতার আ. পু. সি.-এর চতুর্থ কবিতাটি পু. সি.-এ নেই। এই কবিতার পু. সি.-এ প্রকাশিত চতুর্থ অংশটি আ. পু. সি.-এ 'শোভাযাত্রা' শিরোনামে স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে।

● 'উনিশশো বাষট্টি শেষ হল' কবিতার আ. পু. সি.-এর ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'রৌদ্রকে দিয়েছো তাপ, ততখানি, প্রয়োজন যত' অংশটি পু. সি.-এ 'বৈকুণ্ঠকে, কিছু দূরে, নরকের বাইরে রেখেছে।'— লাইনটির আগে ছাপা হয়েছে।

'আবার পুরী সিরিজ' এর পাঁচটি কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতায় গ্রহণ করা হয়নি। কবিতাগুলির নাম হল : ভ্রমণকাহিনী, রাত্রির বাতাস মুখর কবি, পিকচার কার্ড, বহুকালের কথা।

লোচনদাস কারিগর

এক ফর্মার মনোরম প্রচ্ছদযুক্ত কবিতা-পুস্তিকা। অল্প মোটা কাগজের প্রচ্ছদপটের পেছনের দিকে প্রকাশনা সংক্রান্ত যে সব তথ্য দেওয়া আছে তা হল : 'প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮২/রচনাকাল ১৯৭৮-১৯৮১/সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত/প্রকাশক : প্রশান্ত মাজী ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল/প্রতিবিম্ব প্রকাশনী/বৈশাখী/ডি/১৩/৫ সল্টলেক/কলকাতা-৬৪/ মুদ্রণ : তরুণ প্রেস/১১ অক্রুর দত্ত লেন/কলকাতা-১২/দাম : এক টাকা।'

এই গ্রন্থের 'রাজপুরুষ' এবং 'সতর্কবার্তা' এই দুটি ছাড়া বাকি সমস্ত কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতায় গৃহীত হয়েছে।
'ধূসর আতাগাছ' গদ্যগ্রন্থে এই বই-এর তিনটি লেখা সই লুডো-খেলা ২ ও ৩ এবং সুখের কথা আর বোলো না—১ গৃহীত হয়েছে।

খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন

এটিও এক ফর্মার একটি কবিতা-পুস্তিকা। অল্প মোটা কাগজের প্রচ্ছদপটের পেছনে প্রকাশনা সংক্রান্ত যে সব তথ্য দেওয়া আছে তা হল : 'প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬/ রচনাকাল ১৯৮২-১৯৮৫/সর্বস্বত্ব/সংরক্ষিত/প্রকাশক : প্রশান্ত মাজী ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল/প্রতিবিম্ব প্রকাশনী/বৈশাখী/ডি/১৩/৫ সল্টলেক/কলকাতা-৬৪/ মুদ্রক : তরুণ প্রেস/১১ অক্রূর দত্ত লেন/কলকাতা-১২/দাম : দু' টাকা'।
এই বইয়ের সংসার-১ কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কবিতার বর্জিত হয়েছে, সংসার-২ কবিতাটি 'রবিবার' নামে শ্রেষ্ঠ কবিতায় গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া এই বইয়ের 'সময়গাছ' কবিতাটি 'আঁধার নামে' কবিতাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'আঁধার নামে-২' হিসেবে শ্রেষ্ঠ কবিতায় ছাপা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় উপরে উল্লিখিত কবিতা গ্রন্থগুলি থেকে কোন্ কোন্ কবিতা নেওয়া হয়েছে, তা আগেই বলা হয়েছে। অগ্রন্থিত কিছু কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র আখ্যাপত্রের পেছনের পাতা এখানে দেওয়া হল : 'রচনাকাল ১৯৫২-১৯৯০ প্রথম প্রকাশ □ এপ্রিল, ১৯৯১। দাম □ ২৫ টাকা। প্রচ্ছদ □ কৃষ্ণেন্দু চাকী। © উৎপল কুমার বসু। প্রতিভাসের পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, দিলীপ মুখার্জি কর্তৃক ডি. বি. প্রেস ৮২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।'
উপরিউক্ত কবিতাগ্রন্থগুলি ছাড়াও 'পোপের সমাধি' নামে একটি ৬৯ লাইনের কবিতা ১৯৬৩ সালে ফোল্ডার আকারে হাংরি জেনারেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় বর্জিত হয়েছে।

নরখাদক

আত্মজীবনীমূলক রচনা 'নরখাদক' সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত একটি মিনি বুক। লন্ডনে থাকার সময়ে উৎপলকুমার এই ছোট গদ্যগ্রন্থটি রচনা করেন। আখ্যাপত্রের পেছনের পাতায় প্রকাশিত প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য এখানে দেওয়া হল ঃ 'The cannibal by utpalkumar basu / 6 hillfield avenue london n. w. 9 / editor sandipan chattopadhyay / 71, Kashinath Dutta Road,

Calcutta-36 / price 30 paise / সম্পাদক-প্রকাশক ও লেখকের অনুমতি নিয়ে মিনি-বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে যে-কেউ যেখান-থেকে-খুশি এই ও আমাদের অন্যান্য মিনি বই ছাপতে পারেন যার লাভ-লোকসান তথা দায়দায়িত্বের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সম্পাদক-প্রকাশক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা দেশবাণী মুদ্রণিকা প্রাঃ লি. ১৪ সি. ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কল-৬ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ : ও. সি. গঙ্গোপাধ্যায়। টাইটেল পাতার ছবি পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।'

বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে যোগেন চৌধুরীকে। উৎসর্গপত্রে লেখা আছে : 'যোগেন চৌধুরীকে। আমার প্রিয় ছবি আঁকিয়ে যার সঙ্গে / আমি প্যারিসে অনেক সন্ধ্যা কাটিয়েছি / কবিতা এবং ছবি নিয়ে আলোচনা ক'রে'।

এই বইয়ের চতুর্থ মলাটে উৎপলকুমার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লেখা হয়েছে যার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হল : '...পলাতক আর্তুর র‍্যাঁবো ছাড়া অপর কোনো কবির অনুপস্থিতি ও নীরবতা তার ভাষা সাহিত্যের পক্ষে দিনে দিনে এমন বাঙ্ময় ও প্রভাবশালী হয়ে উঠতেও দেখা যায় নি।'

'নরখাদক' উৎপলকুমারের প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

ধূসর আতাগাছ

'ধূসর আতাগাছ' উৎপলকুমারের দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পেছনের পাতা এখানে দেওয়া হল : 'ধূসর আতাগাছ। Dhusar Ata Gachh/(The Gray Tree of Custard Apples)/A collection of prose miscellany/Utpalkumar Basu/Rs. 20.00/প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৪/© গ্রন্থস্বত্ব : লেখক/প্রচ্ছদ : রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : কমল চক্রবর্তী / ২৫এ, এগ্রিকো বাগান / জামশেদপুর—৮৩১০০৯ / প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেশান হাউস / মুদ্রক : দি সারদা প্রিন্টার্স / ১৫, কানাই ধর লেন / কলিকাতা- ৭০০০১২ / মূল্য : কুড়ি টাকা।'

এই বইয়ের উৎসর্গপত্রে যা লেখা আছে : "ছেলে বেলায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমহীন রাতে শুনেছি চৌকিদার হেঁকে যাচ্ছে 'বস্তিওয়ালে জাগো...কোঠিওয়ালে জাগো...।' সেই অজানা, অদেখা, সাবধানকারী, নিশাচর মানুষটির প্রতি আমার এই অস্থির মতি লেখা কালস্রোতে ভাসিয়ে দিলাম।"

'লোচনদাস কারিগর' গ্রন্থের তিনটি লেখা 'ধূসর আতাগাছ'-এ গৃহীত হয়েছে এ-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ☐